একটি পদ্ম ২০ টাকা

লক্ষ্মীপুজোয় জরুরি পদ্মফুল। বৃহস্পতিবার সেই পদ্মফুল বিক্রি হল চড়া দামে। এদিন সকালে মালদা শহরের রথবাড়ি বাজারে একটি পদ্মফুল বিক্রি হয় ১০ টাকা দরে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাম বাড়ে পদ্মফুলেরও। শেষবেলায় একেকটি পদ্মফুলের দাম ওঠে ২০ টাকায়। যা কিনতে হামলে পড়েন ক্রেতারা।

ছাঁচের লক্ষ্মীপ্রতিমা বিক্রিতে ভাটা

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো। প্রতি বছরের মতো এবছরও শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছাঁচের রেডিমেড প্রতিমা বিক্রি করতে বিক্রেতারা হাজির হলেও ক্রেতাদের দেখা মিলছে না। মাঝেমধ্যে দু'একজনের দেখা মিললেও দরদাম করে ফিরে যাচ্ছেন। আবার অনেকে কম দামের প্রতিমা কিনছেন। উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় হতাশ বিক্রেতা সহ মৃৎশিল্পীরা। করোনার কারণে অধিকাংশ মানুষই লক্ষ্মীর ফটো ও ঘটেই পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি এবার গত বছরের তুলনায় ক্রেতার সংখ্যা অনেকটাই কম। চাহিদা না থাকায় এবং উপযুক্ত দাম না মেলায় হতাশ রায়গঞ্জের কাঞ্চনপল্লি, সুভাষগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা।

লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সকাল থেকে দেখা গেল রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়া, দেবীনগর, বিদ্রোহী মোড়, মোহনবাটি এলাকায় প্রচুর ছাঁচের ও রেডিমেড প্রতিমা নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। কিন্তু তাঁদের মুখে নেই হাসি। সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বসে থাকলেও অনেকেই একটি প্রতিমাও বিক্রি করতে পারেননি। অথচ রাত পোহালেই পুজো। তাই কি হবে বুঝতে পারছেন না বিক্রেতারা। অথচ প্রতি বছর পুজোর আগের দিন নাওয়াখাওয়া ভুলে ক্রেতাদের সামলাতে ব্যস্ত থাকতেন বিক্রেতারা। বেশ ভালো দাম পেতেন। কিন্তু এবছর তাদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক উঠবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

বিদ্রোহী মোড়ে প্রতিমা বিক্রি করতে আসা মৃৎশিল্পী ভাষা পাল জানান, বিক্রি হচ্ছে টুকটাক। যে খরচা হয়েছে তা আমরা পাচ্ছি না। ছোট ছাঁচের প্রতিমা ৩০ থেকে ৪০ টাকা এবং বড় প্রতিমা ৮০ থেকে ৯০ টাকা দাম রাখা হয়েছে। করোনার কারণে অনেকেই পুজো করছেন না। সেই কারণে খুব কম ক্রেতার দেখা মিলছে। বাধ্য হয়ে কম দামেই বিক্রি করছি। ১৫০ প্রতিমা নিয়ে এসেছি। সব বিক্রি হবে কি না সন্দেহে আছি। আরেক শিল্পী বাসুদেব পাল জানান, লকডাউনের বাজার তাই বুঝতে পারছি না। টুকটাক প্রতিমা বিক্রি হচ্ছে। আগামীকাল কি হবে বলতে পারছি না। গতবার যে দামে বিক্রি করেছিলাম বাধ্য হয়ে সেই দামেই প্রতিমা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বড় রেডিমেড প্রতিমা ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং ছোট প্রতিমা ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এবার প্রতিমার খরচটুকু উঠবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি আমরা।

বৃহস্পতিবার সকালে দেখা গেল রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়া, দেবীনগর, বিদ্রোহী মোড়, মোহনবাটি এলাকায় প্রচুর ছাঁচের ও রেডিমেড প্রতিমা নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। কিন্তু তাঁদের মুখে নেই হাসি। সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বসে থাকলেও অনেকেই একটি প্রতিমাও বিক্রি করতে পারেননি। অথচ রাত পোহালেই পুজো। তাই কী করবেন বুঝতে পারছেন না বিক্রেতারা।

ভিড়ে ঠাসা বালুরঘাট বাজারের ছবিটি বৃহস্পতিবার তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

লক্ষ্মীপুজোর বাজারে হাত পুড়ছে বাঙালির

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই কোজাগরি পূর্ণিমা। রীতি মেনে তাই বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে লক্ষ্মী বন্দনার প্রস্তুতি। ধনদেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় যেন একফোঁটাও ত্রুটি না থাকে, তার জন্য আগেভাগেই বাজারে, দশকর্মা ভাণ্ডারে ভিড় জমিয়েছেন মানুষ। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ বাজারে লক্ষ্মীপ্রতিমা, চেলির কাপড়, চাঁদমালা, আল্পনার স্টিকার, ধানের শিষ কেনাকাটার ব্যস্ততা ছিল তুঙ্গে। লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে জিনিসপত্রের দাম ছিল চড়া। যার ফলে অনেক কাঁটছাট করেই বাজার করতে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের। এই অগ্নিমূল্যের বাজারে লক্ষ্মীলাভ করতে গিয়ে বাঙালিদের যে হাত পুড়ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এক ক্রেতার কথায়, পুজোর জন্য বাজারে সব জিনিসের দাম বেশি রয়েছে। বাজারে মাঝারি আকারের চেলির কাপড় বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। যার বাজার দর খুব বেশি হলে ৩০–৩৫ টাকা হওয়া উচিত। পাশাপাশি এবছর ফলের বাজারে আগুন লেগেছে। মুসাম্বি কিলো প্রতি ৯০–১০০ টাকা, বেদানা প্রতি কেজি ১৬০–১৮০ টাকা, আপেল ১২০ টাকা প্রতি কেজি, ডাব ৩০ টাকা পিস, আখ ৩০–৪০ টাকা প্রতি পিস দরে বিক্রি হচ্ছে। আবার লক্ষ্মীর ছোট আকারের ছবি বিক্রি হচ্ছে ৫০–৬০ টাকা পিস এবং মাঝারি আকারের লক্ষ্মীর ছবি ১০০–১১০ টাকা প্রতি পিস।

ফল বিক্রেতা অমল দাস বলেন, প্রতি বছর এই সময় তো ফলের দাম বেড়েই থাকে। আবার লক্ষ্মীপুজোর পর তা কমেও যায়। এবছরও তার অন্যথা হচ্ছে না। কালীপুজোর সময় আবার ফলের দাম বাড়বে এবং তা চলবে ছটপুজো পর্যন্ত।

ক্রেতা অশোক ঘোষ জানান, বছরের এই একটা দিনই তো লক্ষ্মীপুজো হয়। জিনিসের দাম বেশি হলেও আমাদের কিছু করার নেই। পুজো তো করতেই হবে। লক্ষ্মী যাতে তুষ্ট থাকেন, এটাই কামনা।

সাংবাদিকদের সম্মাননা

বালুরঘাট, ২৯ অক্টোবর : করোনা আবহে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে কাজ করা সাংবাদিকদের সম্মান জানাল বদলপুর করমপুজো কমিটি। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সম্মাননা জানানো হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক সুনীল বাঘোয়ার সম্মাননা হিসাবে সাংবাদিকদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। জেলা প্রেস ক্লাবের মোট ১৯ জন সদস্যকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। সুনীলবাবু জানান, করোনা আবহে প্রথম থেকেই সাংবাদিকরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে খবর সংগ্রহ করছেন। সেই খবর আমাদের সামনে পরিবেশন করছেন। আমরা বাড়িতে বসেই করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় খবর পেয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার ও পুলিশের মতো সাংবাদিকরাও প্রথম থেকে তাঁদের কাজ করে চলেছেন। তাই তাঁদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এই শংসাপত্র প্রদান করা হল। পাশাপাশি, এদিন স্বাস্থ্যকর্মীদেরও শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এদিন স্বাধীন ভারতের প্রথম আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী কার্তিক ওঁরাওয়ের জন্মদিবস। সেই উপলক্ষ্যে আমরা এই কর্মসূচি পালন করেছি।

রায়গঞ্জে বিজয়া সম্মিলনি

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : বিজয়া সম্মিলনি উপলক্ষ্যে রায়গঞ্জে ঝংকার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। বুধবার সামাজিক দূরত্ব মেনে শুভাশিস কুণ্ডুর উন্মুক্ত ছাদে এই বিজয়া সম্মিলনিতে উপস্থিত হন রায়গঞ্জের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী এবং সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজন। এই সম্মিলনিতে গান, আবৃত্তি ও আড্ডায় এক অন্য পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার রমি দাস কুণ্ডু, অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই, সাংবাদিক অলিপ মিত্র এবং সংগীতশিল্পী প্রদীপ সরকার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জয়ন্তী দাশগুপ্ত। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

মালদায় ভিনজেলার লক্ষ্মীপ্রতিমার চাহিদা তুঙ্গে

মালদা শহরে লক্ষ্মীপ্রতিমা কেনাকাটার ভিড়। –সংবাদচিত্র

- চাকদার তৈরি ছাঁচের লক্ষ্মীপ্রতিমার চাহিদা রয়েছে মালদার বাজারে। এই বছরেও মালদা শহরে ওই প্রতিমার চাহিদা তুঙ্গে।
- যদিও পরিবহণ ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়ায় চাকদা থেকে প্রতিমা নিয়ে আসতে পারেননি বিক্রেতারা।

মালদা, ২৯ অক্টোবর : চাকদার তৈরি ছাঁচের লক্ষ্মীপ্রতিমা প্রতি বছর মালদার বাজারে ব্যাপক বিক্রি হয়। ছাঁচের হলেও প্রতিমা দেখতে সুন্দর ও উজ্জ্বল রং হওয়ায় চাহিদা রয়েছে মালদার বাজারে। এই বছরেও মালদা শহরের ওই প্রতিমার চাহিদা তুঙ্গে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে পরিবহণ ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়ায় চাহিদামতো প্রতিমা নিয়ে আসতে পারেননি বিক্রেতারা। যার জেরে এবার চাকদার পাশাপাশি স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি প্রতিমাও ব্যাপক বিক্রি হচ্ছে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর প্রতিমার দাম সামান্য কিছু বেড়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রতিমা কেনার হিড়িক দেখা যায় মালদা শহরে। মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড় থেকে বিটি কলেজ রোডে প্রতি বছর ফুটপাথে লক্ষ্মীপ্রতিমার পসরা নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। দুই দিন আগে থেকে বিক্রেতারা পসরা নিয়ে বসলেও বিক্রি তেমন ছিল না। তবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দোকানগুলিতে ব্যাপক ভিড় হয়। লক্ষ্মী কিনতে আসা অধিকাংশ ক্রেতাদের চাকদার তৈরি প্রতিমার খোঁজ করতে দেখা যায়। যদিও চাকদার তৈরি প্রতিমার দাম তুলনায় একটু বেশি। তবুই দেখতে সুন্দর ও উজ্জ্বল রং থাকায় অধিকাংশ ক্রেতারাই ওই প্রতিমা কিনতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সংগীত সাহা নামে এই ক্রেতা জানান, প্রতিবছর বিটি কলেজ রোডে বসা দোকান থেকে প্রতিমা কিনে নিয়ে যাই। বাইরে থেকে এখানে কিছু প্রতিমা নিয়ে আসে। যদিও একটু বেশি দাম। গত বছরের চাইতে এবার আরও একটু দাম বেড়েছে। তবে স্বাভাবিক রয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে পূজিত হবে কোজাগরি লক্ষ্মী। তার আগে থেকেই মালদা শহরের বাজারে লক্ষ্মীপ্রতিমা থেকে শুরু করে পুজোর সামগ্রী নিয়ে বসেছেন বহু বিক্রেতারা। বিক্রেতারা জানান, এদিন সকালে তেমন ভিড় হয়নি। তবে হাতে এখনও সময় রয়েছে। আশা করছি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ভালো বিক্রি হবে। এদিন শহরের বাজারগুলি ঘুরে দেখা গেল ৭০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা দামের ছাঁচের তৈরি লক্ষ্মীপ্রতিমা বিক্রি হচ্ছে। মাঝারি প্রতিমা বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ৩০০ টাকায়। তবে তা মধ্যে স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি প্রতিমার দাম কিছুটা কম। প্রতিমা বিক্রেতা কৃষ্ণ সরকার জানান, প্রতি বছর ভালো বিক্রি হয়। আশা করছি এবারও ভালো বিক্রি হবে। তবে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার একটু দাম বেড়েছে।

আর এক বিক্রেতা জানান, করোনার জন্য এই বছর চাকদায় যেতে পারেননি। পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক না থাকায় ফোনে যোগাযোগ করে চাকদা থেকে মালদায় প্রতিমা নিয়ে এসেছে। ফলে চাহিদামতো প্রতিমা নিয়ে আসতে পারেননি। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক কম প্রতিমা মালদায় এসেছে। এদিকে বাজারে চাহিদা রয়েছে চাকদার প্রতিমার। আর এক বিক্রেতা মিলন সরকার জানান, লকডাউনের জন্য আমরা এবার চাকদায় প্রতিমা কিনতে যেতে পারেনি। ফোনে যোগাযোগ করে কিছু প্রতিমা নিয়ে এসেছি। তবে বাজারে চাহিদা রয়েছে।

ছোট পুজোর প্রতি আগ্রহ, কালিয়াগঞ্জে বেচাকেনা কম

ক্রেতার অপেক্ষায়। –সংবাদচিত্র

চারিদিকে যেভাবে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। পরিবারের কল্যাণে যতটুকু সম্ভব ছোট করে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করব।

নমিতা সাহা
গৃহবধূ

অন্যবারের তুলনায় এই বছর অর্ধেকেরও কম দশকর্মা সামগ্রী দোকানে মজুত করেছিলাম। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত খদ্দেরের দেখা নেই।

অধীরচন্দ্র সাহা
বিক্রেতা

অন্যবার বাজারে বসার দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার সমস্ত ফুল বিক্রি হয়ে যেত। এভাবে চলতে থাকলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের।

নিত্যানন্দ সরকার
ফুল ব্যবসায়ী

বেশিরভাগ ক্রেতা অন্যবারের তুলনায় কম পরিমাণে কেনাকাটা করছেন। আশঙ্কা হচ্ছে, এবার অনেকটাই লোকসান হবে।

অজয় সাহা
ফল ব্যবসায়ী

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : কোজাগরি লক্ষ্মীপুজোর আয়োজনে ব্যস্ত বাংলার মানুষ। যদিও এই বছর করোনার দাপাদাপিতে বহু মানুষ আজ কর্মহীন। অনেক মানুষ কাজ হারিয়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতির অপেক্ষায় রয়েছেন। স্বভাবতই আর্থিক সংকটে পড়েছেন আমজনতা। এরই মধ্যে চলে এসেছে লক্ষ্মীপুজো। এই পরিস্থিতিতে অগ্নিমূল্য বাজারে ফল, ফুল সহ পুজোর সামগ্রী কিনতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা নাজেহাল। তবুও পরিবারের মঙ্গল কামনায় ছোট করে হলেও পুজো করতে উদ্যোগী মানুষ। তাই বেশি দামেও অল্প অল্প করে পুজো সামগ্রী কিনছেন বাড়ির কর্তারা।

কালিয়াগঞ্জ শহরের মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকায় সারি সারি মা লক্ষ্মীর প্রতিমা নিয়ে বিক্রেতারা বসে থাকলেও খরিদ্দারের দেখা নেই। করোনার আবহে নমো–নমো করে বেশিরভাগ বাড়ির মহিলারাই পুরোহিত ব্যতীত পুজো করার চিন্তাভাবনা নিয়েছেন।

কালিয়াগঞ্জ মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারের পুজোর বাজার করতে আসা এক গৃহবধূ নমিতা সাহা বলেন, চারিদিকে যেভাবে করোনার সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে আমরা আতঙ্কিত। আমার স্বামী একজন ব্যবসায়ী। এপ্রিল মাস থেকে পুঁজি ভাঙিয়ে সংসার চলছে। বাড়িতে বসেই দুর্গাপুজো পার করলেও পরিবারের কল্যাণে যতটুকু সম্ভব মা লক্ষ্মীর আরাধনা করব। অন্যান্যবার লুচি, পায়েসের সঙ্গে খিচুড়ি, পাঁচ মেশেলি সবজি, দই, মিষ্টির আয়োজন করে নিমন্ত্রিত অতিথিদের পরিবেশন করা হয়। কিন্তু এই বছর সেই আর্থিক সচ্ছলতাও নেই, মানসিকতাও নেই। তাই সামান্য পুজোর আয়োজনের জন্য এই বাজারে আসা।

মহেন্দ্রগঞ্জ বাজারের দশকর্মা দোকানের কর্ণধার অধীরচন্দ্র সাহা বলেন, করোনার কথা মাথায় রেখে অন্যবারের তুলনায় এই বছর অর্ধেকেরও কম সামগ্রী দোকানে মজুত করেছিলাম। কিন্তু এবার এখনও পর্যন্ত খদ্দেরের দেখা নেই। এই দিনগুলিতে নাওয়াখাওয়ার কথা ভুলে যেতাম। কিন্তু এই বছর বাজারে দোকান খুলে যেন সময় কাটছে না। আগে এই দিনগুলিতে বাজারে মানুষের মাথা ছাড়া অন্য কিছু দেখা যেত না। কিন্তু এই বছর তার যেন ঠিক উলটো ছবি ধরা পড়েছে।

কালিয়াগঞ্জের স্টেশন রোডের এক ফল ব্যবসায়ী অজয় সাহা বলেন, অন্যবারের তুলনায় এই বছর ফলের দাম অনেকটাই বেড়েছে। আপেল ১৩০ টাকা কেজি, বেদানা ১৬০ টাকা কেজি, আতা ৩০০ টাকা কেজি, আঙুর ৪০০ টাকা কেজি, ডাব জোড়া ১০০ টাকা, কলা ৮০ টাকা ডজন, কমলালেবু ২০০ টাকা কেজি, ন্যাসপাতি ১২০ টাকা কেজি, তরমুজ ৬০ টাকা প্রতি কেজি দরে এই বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্রেতারাই অন্যবারের তুলনায় কম পরিমাণে কেনাকাটা করছেন। আশঙ্কা হচ্ছে, এবার অনেকটাই লোকসান হবে।

এক ফুল ব্যবসায়ী নিত্যানন্দ সরকার বলেন, গাঁদা ফুলের চেন ২০–২৫ টাকা দরে বিক্রি করতে হয়েছে। পাইকার সহ ফুল বাগানের মালিকেরা ২০০–২৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে ফুল বিক্রি করাতে আমাদের এই অবস্থা। বেলা শেষে ব্যাগ ভর্তি ফুল বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে। অন্যবার বাজারে বসার দুই থেকে তিন ঘন্টার মধ্যে আমার সমস্ত ফুল বিক্রি হয়ে যেত। এভাবে চলতে থাকলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের।

বাজারে পদ্মের চাহিদা তুঙ্গে

বালুরঘাট, ২৯ অক্টোবর : লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে বালুরঘাটের বিভিন্ন বাজারে মানুষের মধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা লক্ষ করা গেল। পুজোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে এসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষজন সামাজিক দূরত্ববিধি উপেক্ষা করেই দোকানে ভিড় জমান। ফুল থেকে সবজি কিংবা ফলের দোকানের বিক্রেতাদের মধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা চোখে পড়েছে এদিন। তবে অধিকাংশ ব্যবসায়ী বলেন, অন্য বছরের তুলনায় এবারের লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ক্রেতার আনাগোনা অপেক্ষাকৃত কম। প্রতি বছরের মতো এবছরও লক্ষ্মীপুজোর জন্য পদ্ম ফুলের চাহিদা বেশি। এদিন একেকটি পদ্মফুল ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। পুজোর প্রায় সব সামগ্রীর দাম বেশি থাকায় বাজার করতে এসে অসুবিধার সম্মুখীন হন ক্রেতারা। অন্যদিকে, লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে পুরোহিতদের ব্যস্ততাও বেড়েছে। পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী বলেন, তিথি অনুযায়ী এবছর শুক্র ও শনি দুইদিন লক্ষ্মীপুজো পড়েছে। ফলে পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি আমরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুজো করার জন্য কিছুটা সুবিধা পেয়েছি।

রায়গঞ্জে দিনেদুপুরে চুরি

রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর : বাড়ির লোকেদের অনুপস্থিতিতে দিনেদুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল রায়গঞ্জ শহরে। বাড়ির মালকিন পূর্ণিমা দাসের দাবি, এদিন চোরের দল নগদ পনেরো হাজার টাকা, বাসনপত্র ও ঘরের দামি সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বাড়িতে আমরা কেউ ছিলাম না। সেই সুযোগে চোরের দল এই দুষ্কর্ম চালিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে শহরের বিধাননগর এলাকায়। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, নেশায় আসক্ত এলাকার যুবকেরা এই কাজ করেছে। কারণ, এমন চুরির ঘটনা রায়গঞ্জ শহরে একের পর এক ঘটেই চলেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

নিষিদ্ধ সাউন্ড বক্স বিসর্জনে বরাত বেশি ঢাকিদের

রাজশ্রী প্রসাদ

পুরাতন মালদা, ২৯ অক্টোবর : কথায় আছে কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। করোনাকালে যখন বিসর্জনে জনসমাগম রুখতে ও শব্দদূষণ ঠেকাতে সাউন্ড বক্স ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, তখন চাহিদা বেড়েছে সনাতন ঢাকের। স্বাভাবিকভাবেই চওড়া হয়েছে ঢাকিদের মুখের হাসি। সাউন্ড বক্স না থাকায় প্রতিমা বিসর্জনে ঢাকিদেরই বায়না করতে হয়েছে প্রায় সব বারোয়ারি ও বনেদি পুজোর উদ্যোক্তাদের। দশমীর শেষেও তাই আরও দিন কয়েকের ব্যস্ততা ঢাকিদের। সাউন্ড বক্সের দাপটে বিসর্জনে ঢাকের বোল চাপা পড়ে গিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের জায়গা নিয়েছিল সাউন্ড বক্স, চলতি কথায় যাকে ডিজে বলা হয়। তাই দশমীর পর শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় ঢাকের বদলে সাউন্ড বক্সের তালেই নাচার আগ্রহ থাকত বেশি। তবে করোনা পরিস্থিতিতে এবছর সেই ধারা বদলে আবার ফিরে এসেছে ভাসানের চিরন্তন প্রথা। সাউন্ড বক্সের জায়গা ফের নিয়েছে ঢাক। বিসর্জনের শোভাযাত্রাগুলিতে ধরা পড়ল সেই ছবিই। পুরাতন মালদার প্রায় সব পুজো উদ্যোক্তাই এবছর পুজোর পাশাপাশি বিসর্জন সেরেছেন ঢাক বাজিয়েই। অন্য বছর দশমীর পর ঢাকিদের প্রয়োজন প্রায় ফুরোলেও এবার বিসর্জনেও ঢাকিদের চাহিদা থাকায় বাড়তি দু'পয়সা রোজগারের মুখ দেখছেন ঢাকিরা।

বিজয় ঢালি নামে এক ঢাকি জানালেন, অন্যবার তেমন কদর না থাকলেও এবার ভাসানে বায়না পেয়েছি। পুজো ছাড়াও ভাসানে ঢাক বাজিয়ে কিছু বাড়তি উপার্জন হয়। সাউন্ড বক্স নিষিদ্ধ হওয়াতেই এবার বিসর্জনে ঢাকের চাহিদা রয়েছে।

অমর রবিদাস নামে আরেক ঢাকি জানালেন, এখন পুজো কমিটিগুলি বিসর্জন করে সাউন্ড বক্স বাজিয়েই। কিন্তু শাস্ত্র মতে ঢাকের বোলেই বিসর্জন হওয়া উচিত। তবে এবছর করোনার জন্য সাউন্ড বক্সের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বহুদিন পর ভাসানে ঢাক বাজালাম। শুধু করোনা পরিস্থিতিতেই নয়,আগামী বছরগুলিতেও ভাসান হোক ঢাকের তালে, এমনটাই চাইছেন ঢাকিরা।

ডাকের অপেক্ষায় ঢাকিরা। –সংবাদচিত্র